সব মেনে নিয়ে একদিন যাবো সরে

কাইউম পারভেজ

আমার বরাবরের অভ্যাস রাতে শোবার সময় কিছু একটা পড়া। আইপ্যাডের কল্যাণে এখন আর বই পত্রপত্রিকা পড়া হয় না। তাই শুয়ে শুয়ে আইপ্যাডে পত্রপত্রিকা ই-মেইল ফেসবুক এগুলোই চলে। গত শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাতে পত্রিকা মেইল সেরে যখন ফেস বুকে ঢুকলাম তখন আজাদ ভাইয়ের (নূরুল আজাদ) দেয়া

ষ্ট্যাটাসটি পড়ে মনে মনে হাসলাম - মানুষ এমনও রসিকতা করে? নিজের মৃত্যুর খবর নিজে ষ্ট্যাটাস দেয়? কিন্তু পরদিন সকালেই আমার ভুল ভাঙ্গলো যখন আতিকের স্ট্যাটাসটি চোখে পড়লো যেখানে আতিক খুব দুঃখের সাথে জানালো আজাদ ভাই সত্যি চলে গেছেন। তখন আমার কাছে ব্যাপারটি খোলাসা হলো যে আজাদ ভাইয়ের কোন কাছের মানুষ ফেসবুকে তাঁর একাউন্ট থেকে সবাইকে জানাতে চেষ্টা করছেন তাঁর চলে যাবার খবরটা।

বিশ্বাসই করতে পারিনি। তিনি এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবেন কেন? ভাল মানুষ বলেই কী তাঁকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে যেমন করে সব ভাল মানুষেরা তাড়াতাড়ি চলে যান। যেমন চলে গেলেন হক ভাই এ মাসের শুরুতে।

কবে থেকে নূরুল আজাদ - আমাদের আজাদ ভাই সিডনিতে বসবাস করছিলেন জানিনা তবে আমার সাথে তাঁর

পরিচয় ১৯৯২ থেকেই। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলাম বলেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিলো। যাঁরাই আমাকে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁরাই বলেছেন - এই যে এই মানুষটার সাথে পরিচিত হন বঙ্গবন্ধুর জন্য একেবারে জানপ্রাণ। দুহাতে পয়সা খরচ করেন নিষিদ্ধপ্রায় বঙ্গবন্ধুর এই শহরে বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখতে। তখন এ শহরে এমনই অবস্থা যে বঙ্গবন্ধুর নাম নিতে হতো ভয়ে ভয়ে। আজাদ ভাই হুংকার দিয়ে বলতেন, না, বঙ্গবন্ধু ছিলো আছে থাকবে। তাঁর নাম কোনভাবেই মুছে ফেলতে দেবো না। আমাকে বলতেন শোক দিবস হোক আর যে কোন ধরনের অনুষ্ঠান হোক করে যাবেন পয়সার চিন্তা করবেন না। হুমকি ধামকির পরোয়া করবেন না। বঙ্গবন্ধু এর চেয়েও বড় হুমকি-ধামকি সামলে দেশ স্বাধীন করেছিলেন।

আজাদ ভাই যতদিন সিডনিতে ছিলেন বঙ্গবন্ধু স্মরণে কোন অনুষ্ঠান করতে অন্তত আর্থিক দিকটা আমাদের

ভাবতে হয়নি। পয়সা বহু লোকেরই হয় বা থাকে তবে সবারই পয়সা খরচ করার মত সাহস থাকে না। তাই পয়সা খরচের এই সাহসী লোকটাকে আমরা এক সময় বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে বঙ্গবন্ধুর নিন্দুকদের এবং স্বাধীনতার বিরোধী যারা এ শহরে আছে তাদের রুখতে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ছাড়াও একটি স্থায়ী মুখপত্র থাকা প্রয়োজন। তিনি

বললেন হবে। হয়ে গেল সাপ্তাহিক স্বদেশবার্তা। প্রসঙ্গতঃ এর সম্পাদক লুৎফর রহমান শাওনের কথাটাও বলতে হয়। তিনি ছিলেন বলেই স্বদেশবার্তা নিয়মিত আলোর মুখ দেখতো। আজাদ ভাই আর শাওনের উৎসাহে আমি তখন নিয়মিত কলাম লেখা শুরু করলাম স্বদেশবার্তায়। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন এ পত্রিকার প্রাপ্তিস্থান কেবল কেনসিংটনের রতন ভাইয়ের দোকান, ইস্টলেকস্-এর ফয়েজ ভাইয়ের দোকান আর আমরা যারা নিজের

সাবার্বে বাড়ীতে বাড়ীতে মেইল বক্সে বিলি করতাম। শহরে আস্তে আস্তে বঙ্গবন্ধু ফিরতে শুরু করেছেন। মানুষের মনে ঠাঁই নিয়েছেন। আজাদ ভাই সিরাজুল হককে সাথে নিয়ে গড়লেন আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখা। এ সংগঠনকে দাঁড় করাতে হলে দেশের মূল দলের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করতে হবে। দেশ থেকে নেতা নেত্রী কবি লেখক শিল্পী এবং যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের জয়গান গাহেন তাঁদের আনতে হবে। তাই শুরু হলো। একে একে সবাই আসতে শুরু করলেন। কে আসে নি আর কে নূরুল আজাদের আতিথ্য গ্রহণ করেননি। এই অধিকাংশ অতিথিদের আসা যাওয়ার খরচও আজাদ ভাইয়ের। তাঁর বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট ছিলো এ শহরে। বহুল পরিচিত ছিলো দি ক্লোভ এবং তান্দুরী প্যালেস। এই রেস্টুরেন্ট দুটোতেই হতো সেই সব মেহেমানদের সম্বর্ধনার আয়োজন। অবশ্যই খাওয়া দাওয়ার দায়িত্বটাও আজাদ ভাইয়ের।

রেস্টুরেন্টের কথা বলতে মনে এলো এই শহরে কত মানুষ যে তাঁর রেস্টুরেন্টে কাজ করে নিজেকে স্থায়ী এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার হিসাব দেয়া কঠিন। বৈধভাবে হোক আর অবৈধভাবে হোক এ দেশে প্রথম আসার পর সবারই সমস্যা নিয়মিত রোজগারের। আজাদ ভাই লোক না লাগলেও একটু জায়গা করে দিতেন যাতে প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারে। এ শহরে এখনো বহু মানুষ আছেন যারা আজাদ ভাইয়ের সহায়তায় এ দেশে স্থায়ী হয়েছেন।

একবার এ শহরের বাঙালি ক্রিকেট খেলোয়াড়রা বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস্ এর মাধ্যমে তাঁর কাছে আবদার করলেন একটি ট্রফি ডোনেট করতে যার ভিত্তিতে একটা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যায়। আজাদ ভাই ট্রফি ডোনেট করলেন। শুরু হলো আজাদ গোল্ডকাপ টুরনামেন্ট। শুনেছি পরবর্তীতে নাকি ট্রফি ও টুরনামেন্টের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। কেন তা জানতে পারিনি।

আমি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ নেতা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক

এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক লেখক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী এ শহরে এসেছিলেন যখন আজাদ ভাই আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে বিশাল এক সহযোগিতা করেছিলেন। আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর লন্ডন থেকে আসার পুরো টিকিটটাই আজাদ ভাই কিনে দিয়ে ছিলেন। কী করে ভুলবো আপনার সে নির্মোহ সাহায্যের কথা? আজাদ ভাই আপনি সিডনি ছেড়ে বাংলাদেশে চলে গেলেন বেশ কিছুদিন আগে কেন গেলেন কোন অভিমানে চলে গেলেন আজো জানিনে তবে আমরা কেবল আপনার কাছ থেকে নিয়েই গেছি কিছু দিতে পারিনি। আমাদের ক্ষমা করবেন।

জেনেছি আপনি দেশে গিয়েও আপনার বদ অভ্যাসটা ছাড়তে পারেন নি। খুঁজে খুঁজে বের করেছেন কার কী সাহায্যের প্রয়োজন। দেশে ফিরে উপলব্ধি করেছেন নিজের গ্রামেই শিক্ষা এবং শিক্ষিতের অভাব। ঝাঁপিয়ে

পড়লেন। নিজ অর্থায়নে নিজ গ্রামে দেড় একর জায়গা ক্রয় করে ১৯৯২ সালে মনপুরা বাতাবাড়িয়া জাফরআলী মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপন করে আপনার মরহুম দাদা জাফর আলী মজুমদারের নামে স্কুলের নামকরণ করলেন। এবং এমপিওভুক্তির আগ পর্যন্ত নিজ তহবিল থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিয়ে গেলেন। একই স্কুলের পাশে ১৯৯৫ সালে স্বনামে নুরুল আজাদ কলেজটি স্থাপন করলেন। ১৯৯৯ সালে বাতাবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও স্থাপন করেন। এছাড়াও এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসায় ও অসহায় মানুষদের বিপদে আপদে সহায়তা দিয়ে আসছিলেন। কেমন করে এতো কিছু পারলেন আজাদ ভাই?

এতো করেছেন দেশে বিদেশে অথচ আমরা আপনাকে কিছুই দিতে পারিনি। যেটা পেরেছি - কারণে অকারণে আপনাকে দুঃখ দিয়েছি অপমান করেছি অশিক্ষিত মূর্খ বলেও গালাগালি করতে কুণ্ঠিত হইনি। আপনার আর্থিক সাহায্যে অনুষ্ঠান করে আপনাকে মঞ্চে উঠতে দেইনি - এমনই রাজনীতিবিদ, পরশ্রীকাতর আমরা। তারপরও আমরা যখনই আপনার সাহায্য চেয়েছি আপনি ফিরিয়ে দেননি। আপনি আমাদের উদার হতে শিখিয়ে গেছেন।

আজাদভাই আমাদের ক্ষমা করবেন। আমাদের কোথাও কিছু একটার অভাব ছিলো বলে আমরা আপনাকে যথাযথ সন্মান দিতে পারিনি। আমাদের সে অপরাগতা ক্ষমা করে দেবেন। আপনি চলে গেছেন যেমন আমরাও একদিন চলে যাবো। তবু চাই যে ক'দিন বেঁচে থাকি আপনাকে যেন ভুলে না যাই। চাই আপনি সর্বদাই থাকুন আমাদের মননে আমাদের প্রার্থণায়। খুব খুশী হবো যদি আর কেউ না হোক আপনার আওয়ামী লীগ যদি আপনার স্মরণে একটি শোক সভার আয়োজন করে। আপনিতো অস্ট্রিলিয়া আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তাই না আজাদ ভাই?। দেশ ও দশের জন্য আপনি অনেক করেছেন নিশ্চয়ই করুনাময় আপনাকে সন্মানিত করবে – জান্নাতবাসি করবে। আপনি নিয়ত থাকুন আমাদের প্রার্থণায়।

ফেসবুকে শিল্পী মান্নাদের সাথে আপনার একটা ছবি দেখেছিলাম পাশে আপনার সম্পাদক লুৎফর রহমান শাওন। আমি জানি আপনি মান্নাদের গানের খুব ভক্ত। আপনার ওই ছবিটার দিকে তাকাতেই মান্নাদের একটা গান বুকের মাঝে বেজে উঠলো যে গানটা আপনিও গুনগুনিয়ে গাইতেন-

সোনার এই দিনগুলো, জীবনের দিনগুলো ঝরে যায়
যাবে ঝরে।
... .
হোক সে মরিচিকা, নয়তো জয়টিকা

ভাগ্যে যা আছে তাইতো হয় লেখা
সব মেনে নিয়ে একদিন যাবো সরে
সব মেনে নিয়ে একদিন যাবো সরে
সোনার এই দিনগুলো, জীবনের দিনগুলো ঝরে যায়
যাবে ঝরে।